মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান : বাংলা বিষয়ে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ পর্যালোচনা

তাপস কুমার বিশ্বাস [*]
রোকসানা পারভিন [**]

১. ভূমিকা

ভাষা মানুষের জীবনে বহিঃবিশ্বের সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম। রুশ শিক্ষাবিদ লেভ ভিগটস্কির Internalisation পদ্ধতির মতবাদ অনুযায়ী–"Social interactions are personalized, internalized and mentally transformed by the learner via an adaptation process"। এই Internalisation পদ্ধতিই মানুষের adaptation process হিসেবে কাজ করে যেখানে 'language is considered to be the primary tool in cognitive development' (Vygotsky, ১৯৭৮)। এ কারণে মানুষের জীবনে ভাষার গুরুত্ব ব্যাপক। মানবশিশুর জন্মলাভের পর থেকে যেমন তার প্রাকৃতিকভাবে শারীরিক বিকাশ হয়ে থাকে, 'তেমনি ভাষার মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ' (নেপ, ২০১৫; পৃ. ২৬০) হয়ে থাকে। ভাষাদক্ষতা অর্জনের ওপর শিশুর পরবর্তী জীবনের অনেক শিক্ষাবিষয়ক (academic), সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ নির্ভর করে। তাই বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে 'ভাষা ও যোগাযোগ' অন্যতম একটি শিখনক্ষেত্র (learning domain) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হলেও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জন করেনি। বিশেষ করে বাংলা এ দেশের অধিকাংশ শিশুর মাতৃভাষা হলেও 'ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ' ডোমেইনে (নেপ, ২০১৫; পৃ. ৬২) এদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এ গবেষণায় জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ পর্যালোচনা করে বাংলা ভাষা বিষয়ে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ (document analysis) গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে এর প্রধান কারণসমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি

স্বাধীনতার পর থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে সীমিত সম্পদের মধ্যদিয়ে নতুন স্বপ্ন নিয়ে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নবযাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে এদেশে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয়করণ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭নং ধারায় দেশের সকল শিশু শিক্ষার আওতায় আসবে এ অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাধ্যতামুলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ১৯৯৭-২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০০৩-২০১১ পর্যন্ত দ্বিতীয়

[*] সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
[**] সুপারিনটেনডেন্ট, রায়পুরা পিটিআই, নরসিংদি।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বর্তমানে ২০১১-২০১৭ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার উন্নয়ন বরাদ্দের সমন্বয়ে এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন কর্মসূচি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন কেবল জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশ বিভিন্ন অঙ্গীকারনামায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেমন, সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ, সিডও প্রভৃতি।

সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার প্রতিফলিত হয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মপরিকল্পনাতে। এছাড়াও বিশ্বায়নের যুগে উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নব নব ধ্যানধারণা যেমন, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ, একীভূত শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি, যুগপোযোগী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বিগত চার দশকে প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোগত ও সংখ্যার বিবেচনায় এগিয়ে গেলেও এর গুণগত মান এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, তাই এর মান গুরুত্বের সাথে আলেচিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য তথা শিশুর মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, নান্দনিক ও সৃজনশীলতার বিকাশের সহায়ক জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা একটি নিয়মবদ্ধ অনুসন্ধান। এই বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনায় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ একটি বহুল ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি। এ সম্পর্কে Bibber & Leavy (২০০৮) বলেছেন, "Qualitative document analysis is an integrated method, procedure and technique for locating, identifying, retracing and analyzing document for their relevance significance and meaning"। গবেষণাটির উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং বাংলা বিষয়ে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ পর্যালোচনা করা।

৪. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

৪.১. জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন একটি নমুনাভিত্তিক মূল্যায়ন। আদর্শ মান বজায় রেখে প্রণীত ৩৫ থেকে ৪০টি অভীক্ষাপদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের উদ্দেশ্যে এক বছর অন্তর পরিচালিত জাতীয় কৃতি অভীক্ষার মাধ্যমে এ মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নে সাত ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কিন্ডারগার্টেন, উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ব্র্যাক সেন্টার এবং রক্ষ সেন্টার) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরূপ ১০৩৫টি বিদ্যালয় থেকে ৩য় শ্রেণির ২২,৮৬৯ জন এবং ৫ম শ্রেণির ১৭,৮২৮ জন শিক্ষার্থী ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ৪র্থ রাউন্ডের জাতীয় কৃতি অভীক্ষায় অংশ নেয়।

সারণি ১ : শ্রেণি ও বিষয় অনুসারে শিক্ষার্থীদের ফলাফল

শ্রেণি	বিষয়	বিবরণ
৩য় শ্রেণি	বাংলা	• প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে।
৫ম শ্রেণি	বাংলা	• প্রতি ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১ জন যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। অন্য ৩ জন প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। • যেসব শিক্ষার্থী বাড়িতে পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য বই পড়েছে তাদের বাংলাতেও ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভালো হয়েছে। • শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলকে অপেক্ষাকৃত ভালো করলেও উপলব্ধিমূলক এবং প্রয়োগমূলক-এ পিছিয়ে রয়েছে। • বাংলা সাবলীলভাবে পড়তে না পারার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হয়।

বাংলা বিষয়ে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ পর্যালোচনা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শিখনফলসহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ-সম্পর্কিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো :

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য : শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের দেশাত্মবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

১. আল্লাহতায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তিতে শিশুর মনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিক বোধের উন্মেষে সহায়তা করা।

৩. বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।

৫. গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬. সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

৭. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৯. প্রতিকূলতা মোকাবিলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

১০. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।

১১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেষ্ট করা।

১৩. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.২. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে ২০১১ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বিকাশের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৪টি। আর এ বিকাশের ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে শিখন ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৮টি (মেহেরুননেসা ও অন্যান্য, ২০১৫; পৃ. ৬২)। ৮টি শিখন ক্ষেত্রেই শিশুর শিখন যেন নিশ্চিত করা যায়, সেজন্য ৭ ধরনের কার্যক্রম করানো হয় শ্রেণিতে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং এ কার্যক্রম সফল করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, একটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশু সংখ্যা হবে ৩০, শিক্ষক থাকবেন একজন, শ্রেণির আয়তন হবে ২৫০ বর্গফুট, শিখনের সময় থাকবে আড়াই ঘণ্টা (মেহেরুননেসা ও অন্যান্য , ২০১৫; পৃ. ৭৫)।

৪.৩. প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যান্ত পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষায় ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয় যা পরবর্তীতে পরিমার্জনের মাধ্যমে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার মাঝে ১২টি বিষয়ভিত্তিক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে (মেহেরুননেসা ও অন্যান্য , ২০১৫; পৃ. ২২৫)।

৫. ফলাফল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও এর সফল বাস্তবায়ন নিয়ে শিক্ষা সমাজ ও সুধিজনের মাঝে আলোচনা ও পর্যালোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এ ডকুমেন্ট বিশ্লেষণধর্মী গবেষণায় জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত ধারণা (theme) নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৫.১. ধারণা ১ : যোগ্যতা অর্জন

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থীরা যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ২৯টি নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করার কথা।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এই ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার মাঝে সন্নিবেশ করা আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঁচ বছরের শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার পরও প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না।

এ গবেষণায় বাংলা বিষয়ের প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জনের বিষয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩-এর প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলা বিষয়ে ৩য় শ্রেণির প্রতি ৪ জনে ৩ জন এবং ৫ম শ্রেণিতে প্রতি ৪ জনে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। এ ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই হতাশাজনক (প্রা.গ.ম, ২০১৩; পৃ. ৩)। ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার মাঝে বাংলা বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা নিম্নরূপ:

প্রান্তিক যোগ্যতা নং ০৯ বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।

যেকোন ভাষার ক্ষেত্রে এর ৪টি মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়–শোনা-বলা-পড়া-লেখা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ২০১৬ সালের ৫ম শ্রেণির শিক্ষক সংস্করণ 'আমার বাংলা বই'-এর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, "শিশুর ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে তাদের জীবন-ঘনিষ্ট করার জন্য ভাষা সমগ্র পদ্ধতিকে (whole language approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে" (মাসুদুজ্জামান ও অন্যান্য, ২০১৬)। প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করবে, তা বিশদভাবে শ্রেণিতে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শিখনফল, উপকরণসহ শিক্ষক সংস্করণে বর্ণনা করা আছে। শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পাঠ-সংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা-উপকরণ, পাঠের আলোচ্য বিষয়, শিখন-শেখানো কার্যাবলী, ধারাবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশনা, পাঠের সারসংক্ষেপ, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত রয়েছে।

তারপরও ৩য় শ্রেণির তুলনায় ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতি ৪ জনে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন করে (প্রা.গ.ম, ২০১৩; পৃ. ৩)। উল্লেখ্য, ৫ম শ্রেণির বার্ষিক পাঠ সমাপ্তির পর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। উপরন্তু, ৫ম শ্রেণিতে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার সমন্বিত যোগ্যতা অর্জন করে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক বিকাশ সাধিত হওয়ার কথা। কিন্তু কেন প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন হচ্ছে না তা আরও বিস্তারিত গবেষণা করা প্রয়োজন।

২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাশের হার ৯৮.৫৮%। জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৪০,৯৬১ (প্রা.শি.অ, ২০১৪)। সার্বিক বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ওপর বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৫.২. ধারণা ২ : শিক্ষার্থীর পাঠ-বহির্ভূত পড়া

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩-এর ফলাফল অনুযায়ী যেসব শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই পড়েছে, তারা বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে ভালো ফলাফল করেছে। প্রশ্ন থাকে যে, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ার সুযোগ কীভাবে, কোথায় পেল এবং অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পেল না কেন? ৫ম ও

৩য় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ পর্যালোচনা দেখা যায় যে, পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই, সাহিত্যকর্ম পড়ার নির্দেশনা সেখানে নেই। পাঠ্যপুস্তকে কবি, সাহিত্যিকদের জীবনী ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সন্নিবেশ করা হলেও শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠ (further reading) হিসেবে নির্দেশনা দেয়া হয়নি। পাঠ্যপুস্তকের উপস্থাপন শিশুর জ্ঞানগত উন্নয়নে (cognitive development) সহায়তা করবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এনসিটিবি আইডিয়াল প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন সময়ে ইউনিসেফের কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সম্পূরক পঠন সামগ্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করেছে। যেমন, পিইডিপি ২-এর আওতায় তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী সম্পূরক পঠন সামগ্রী 'শেয়ালের জন্মদিন', 'হিজল বিলে একদিন' এবং পঞ্চম শ্রেণির উপযোগী 'বটগাছের জন্মকথা'। পিইডিপি ৩-এ 'শিখবে প্রতিটি শিশু'-এর আওতায় প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভাষা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 'রিডিং কর্নার' স্থাপন এবং সম্পূরক পঠন সামগ্রী ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউএসএআইডি এবং রুম টু রিড সহযোগী হিসেবে কাজ করছে এবং দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্পূরক পঠন সামগ্রী সরবরাহ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যবই-বহির্ভূত সম্পূরক পঠন সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও অবস্থাদৃষ্টে অনুমেয় যে, তা বিচ্ছিন্নভাবে অনিয়মিতভাবে ব্যবহার হয় কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার হয় না। ফলে জাতীয় শিক্ষার্থী প্রতিবেদনে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী যারা পাঠ-বহির্ভূত বই পড়েছে, তারা ভাষা দক্ষতা অর্জনে এগিয়ে আছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় বিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার নেই বললেই চলে। থাকলেও তা সীমিত আকারে ব্যবহার করা হয়। মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে পড়ার অভ্যাস হয় না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৫.৩. ধারণা ৩ : ভাষা যোগ্যতা–সাবলীল পঠন

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকেই শিশুর বাংলা অর্থাৎ তার মাতৃভাষার দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ ভাষার যোগ্যতা শিশুকে অন্য বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে অন্যান্য বিষয়সমূহে শিশুর প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করা কষ্টকর (মামুদ, হক ও মাসুদুজ্জামান, ২০১৩)। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা–এই চারটি দক্ষতা সমন্বিতভাবে অর্জনের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক কৌশল সম্পর্কে শিক্ষককে প্রথম শ্রেণি থেকেই সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলীর পরিকল্পনা করতে হবে। বিশেষ করে পঠন অর্থাৎ পড়া হলো ভাষা দক্ষতার মধ্যে অন্যতম দক্ষতা। যোগাযোগ স্থাপনেরও অন্যতম উপায় পঠন। শিশুর কার্যকর সাক্ষরতা অর্জনে (effective literacy) পঠনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় (জিবরান ও অন্যান্য, ২০১৫; পৃ. ২৬৪)।

পড়তে শেখার সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি পাঠ্যবহির্ভূত সম্পূরক উপকরণ যেমন, বিভিন্ন ধরনের বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক উপকরণ বা মুদ্রিত বই পড়ার সুযোগ শিশুদের সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে ও পড়ার সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে (জিবরান ও অন্যান্য, ২০১৫)।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের শিক্ষণ বিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে, "প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদির অনুশীলনের মাধ্যমে কতগুলো শিখনফল তথা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করে"। মূলত এই অর্জন শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। ডিপিএড প্রশিক্ষণের শিক্ষণ বিজ্ঞানে বাংলা বিষয়ের সকল ছড়া, কবিতা, গল্প, অনুচ্ছেদের শিখন-শেখানো কার্যাবলী ও উপকরণ নির্দেশনা দেয়া আছে। বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে প্রতিটি বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিতভাব নিয়ে (জিবরান ও অন্যান্য, ২০১৫; পৃ. ২৮১)।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩-এ দেখা যায়, শিশুরা বাংলায় সাবলীলভাবে পড়তে না পারার কারণে অনেক শিক্ষার্থীরই প্রশ্ন বুঝতে সমস্যা হয়। এ ফলাফল থেকে অনুমান করা যায় যে, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় যেমন, বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র সাবলিলভাবে পড়তে না পারার কারণে ফলাফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। পঠন অর্থাৎ সাবলীলভাবে পড়তে পারা ও শব্দের অর্থ বোঝা শিশুর মাতৃভাষা জন্যই অপরিহার্য নয় বরং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ এবং শিক্ষা জীবনের চলমানতার জন্য এটি অপরিহার্য।

৫.৪. ধারণা ৪ : উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক যোগ্যতা অর্জনে অনগ্রসরতা

প্রাথমিক শিক্ষার ২৯টি যোগ্যতাজুড়েই রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক যোগ্যতা অর্জনের বিষয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার পরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে যদিও জ্ঞানমূলক অর্জনের সন্নিবেশ ব্যাপক; কিন্তু উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে সন্নিবেশ করা হয়েছে। নিচে ২৯টি যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক ও প্রয়োগমূলক যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করা হলো :

যোগ্যতা	জ্ঞান	উপলব্ধি	প্রয়োগ
১. সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।		✓	✓
২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।	✓		✓
৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।		✓	✓
৪. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া।		✓	
৫. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিক বোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ্য অর্জন করা।		✓	✓
৬. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা।	✓		
৭. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা।		✓	✓
৮. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।	✓	✓	✓

যোগ্যতা	জ্ঞান	উপলব্ধি	প্রয়োগ
৯. বাংলা ভাষায় মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।	✓	✓	✓
১০. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।	✓		✓
১১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।	✓		✓
১২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।			✓
১৩. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।		✓	
১৪. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।			✓
১৫. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।		✓	✓
১৬. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।			✓
১৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।		✓	
১৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।		✓	✓
১৯. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।		✓	✓
২০. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবিলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।	✓		✓
২১. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেয়া।		✓	
২২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	✓		✓
২৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া।			✓
২৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।	✓		
২৫. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।	✓	✓	
২৬. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করা।			✓
২৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।		✓	✓

যোগ্যতা	জ্ঞান	উপলব্ধি	প্রয়োগ
২৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	✓	✓	
২৯. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।	✓	✓	

২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতাকে জ্ঞানমূলক, উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক ভাগে বিভক্ত করার পরে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রান্তিক যোগ্যতা উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক স্তরে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি রয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হলো শিক্ষাক্রমের জ্ঞানমূলক যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ থাকলেও উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ আছে কিনা। অর্থাৎ বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক স্তরে যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনো নির্দেশনা রয়েছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ, ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষক সংস্করণে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলে জ্ঞানমূলকের পাশাপাশি উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলকের বিষয়েও নির্দেশনা রয়েছে। যেমন,

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম (৫ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা ৭৫)

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে বুঝতে পারবে।
	২.১.৩ কবিতার মূলভাব শুনে বুঝতে পারবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যাবলীও উল্লেখ করা আছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শিক্ষাক্রম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণে শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক ও প্রয়োগমূলক কাজের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে দূরত্ব রয়ে গেছে। এ কারণে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩-এর ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলক বিষয়ে ভালো করলেও উপলব্ধি ও প্রয়োগমূলক অভীক্ষায় প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জন করতে পারেনি।

৬. উপসংহার

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকারি পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন অদ্যাবধি সন্তোষজনক নয়। এ গবেষণায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিগত দিনের সকল শিক্ষা পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী বর্তমান পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের বিষয়গুলো সন্নিবেশিত থাকলেও প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না। আপাতদৃষ্টিতে ধারণা হয় পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম (planned curriculum) ও বাস্তবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের (achieved curriculum) মাঝে দূরত্ব রয়েছে। Kelly (২০০৭) বলেছেন 'A planned curriculum is what is laid down in syllebuses, prospectuses and so on, and the actual or received curriculum is the reality of children's experience'। শিক্ষা-পরিকল্পনা বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন না হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংগঠনের সর্বোচ্চ শিক্ষা নির্বাহী থেকে শুরু হয়ে শিক্ষকরা জড়িত থাকেন। বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী অংশীজনের সকলের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মূল্যায়নও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া যায় যে, বাংলাদেশের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক ও প্রয়োগমূলক যোগ্যতা অর্জনে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন চিত্র পেতে আরও বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

Biber, H., & Leavy, P. (2008). Handbook of Emergent Methods. New York : The Guilford Press.

Boeije, H., (2010). Analysis in Qualitative Research. Los Angeles : SAGE.

Ministry of Primary and Mass Education (2013). National Student Assessment 2013 for Grade 3 and 5. Dhaka.

Directorate of Primary Education (2003b). Project Proforma, Primary Education Development Programme-II (PEDP-II). Dhaka: Directorate of Primary Education (Government of Bangladesh).

Directorate of Primary Education (2003b). Project Proforma, Primary Education Development Programme-II (PEDP-II). Dhaka: Directorate of Primary Education (Government of Bangladesh).

Kelly, A.V. (2009). The Curriculum: Theory and practice. Los Angeles: SAGE.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭, আমার বাংলা বই (পঞ্চম শ্রেণি), ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৬, শিক্ষক সংস্করণ, আমার বাংলা বই (পঞ্চম শ্রেণি), ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭, আমার বাংলা বই (পঞ্চম শ্রেণি), ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৬, শিক্ষক সংস্করণ, আমার বাংলা বই (পঞ্চম শ্রেণি), ঢাকা।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ২০১৫, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা, ডিপিএড, বাংলা (বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান), ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) ২০০৬, হিজল বিলে একদিন তৃতীয় শ্রেণি, ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) ২০০৬, শেয়ালের জন্মদিন তৃতীয় শ্রেণি, ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (দ্বিতীয় প্রাথ.মিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) ২০০৬, বটগাছের জন্মকথা পঞ্চম শ্রেণি, ঢাকা।